অনন্য ২০ গ্রন্থাগার

শাহেরীন আরাফাত

গ্রন্থাগার বা পাঠাগার–এমন এক জায়গা যেখানে পাঠের বিবিধ উপকরণ সমন্বিত থাকে। আরও সহজ করে বলা যায়, এটি বই ও অন্যান্য তথ্যসমৃদ্ধ প্রকাশনা পাঠের স্থান। উন্নত গ্রন্থাগারগুলো শুধু কাগজে প্রকাশিত বইয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং একইসঙ্গে ডিজিটাল মাধ্যমেও তা পাওয়া যায়। মানুষের বই পড়ার আগ্রহ থেকেই পাঠাগারের সৃষ্টি। যেখানে পাঠক গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করতে পারেন। শত শত বছর আগের মানুষ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন।

এ পাঠাগার কিন্তু নতুন কোনো বিষয় নয়। প্রাচীন মিশর বা গ্রিসেও পাঠাগারের অস্তিত্ব ছিল; প্রাচীন ভারতেও ছিল পাঠাগার; আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষে গড়ে উঠেছে উন্নত পাঠাগার। বিশ্বখ্যাত পাঠাগারের মধ্যে রয়েছে: ব্রিটিশ মিউজিয়াম, রাশিয়ান স্টেট লাইব্রেরি (লেনিন লাইব্রেরি), ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগার–বিবলিওতেক নাসিওনাল দ্য ফ্রঁস, ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি। বেশিরভাগ পাঠাগারই সুন্দর এবং নির্মল, যা আপনাকে পাঠের একটি ভালো এবং উপযোগী পরিবেশ দিতে পারে। তবে এমন কিছু পাঠাগারও আছে, যার সৌন্দর্য ও সংগ্রহ অভূতপূর্ব–দমবন্ধ করা!

এমন কিছু পাঠাগারের কথা বিবৃত করা যাক:

১. সেন্ট ম্যাং'স অ্যাবে:
জার্মানির ফুসেনে অবস্থিত সেন্ট ম্যাং'স অ্যাবেতে মূল গ্রন্থাগারের সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে। অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য এখনও রেনেসাঁর কথা মনে করিয়ে দেবে। সুসজ্জিত ডিম্বাকৃতি ঘর, তার মাঝেই বইয়ের সারি।

সেন্ট ম্যাং'স অ্যাবে আগে একটি মঠ ছিল। ১৭ শতকের গোড়ার দিকের কথা, কাউন্টার-রিফরমেশন আন্দোলন ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ক্যাথলিক গির্জা প্রোটেস্ট্যান্টিজমে পরিবর্তিত হয়, তখন এটি বারোক শৈলীর গির্জায় পরিণত হয়। নেপোলিয়ন-যুগের যুদ্ধে ওটিংগেন-ওয়ালারস্টেইনের রাজকুমাররা অ্যাবে দখল করার পর, ১৮ শতকের গোড়ার দিকে গ্রন্থাগারের মূল সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপিগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। সেসব বই ও নথিপত্র এখন অগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা আছে।

২. তিয়ানজিন বিনহাই:
তিয়ানজিন বিনহাই গ্রন্থাগার বিশ্বের সবচেয়ে নতুন এবং একইভাবে সবচেয়ে আধুনিক গ্রন্থাগারগুলোর একটি। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারটি চীনের তিয়ানজিনের বিনহাই

এলাকায় অবস্থিত। এটি বেইজিংয়ের বাইরে একটি উপকূলীয় মহানগর। বিশাল গোলাকার অডিটোরিয়ামটি সারি সারি বুকশেলফে বেষ্টিত। এর নির্মাণকারী ডাচ স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান MVRDV'র তথ্যমতে–গ্রন্থাগারটির বিশাল শেলফগুলোতে প্রায় ১২ লক্ষ গ্রন্থের সংগ্রহ রয়েছে। এ-ছাড়াও কাচঘেরা গ্রন্থাগারটি একটি পার্কের সঙ্গে সংযুক্ত। পাঠক যেমন প্রকৃতির ছোঁয়া নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবেন, তেমনই পড়া ও আলোচনা করার জন্য রয়েছে বিশাল আয়োজন।

৩. হেইনসা মন্দির:

দক্ষিণ কোরিয়ার হাইনসা অঞ্চলের গয়া পর্বতে অবস্থিত হেইনসা বৌদ্ধ মন্দিরটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। তবে এখানে তাকে সাজানো বই নয়, রয়েছে কাঠে খোদাই করে লেখা ব্লক। ১৩ শতক জুড়ে খোদাই করা ৮০ হাজারেরও বেশি কাঠের ব্লকের উপর ৫ কোটি ২০ লাখেরও বেশি অক্ষর, এবং ৬ হাজার ৫৬৮টি ভলিউমে বিস্তৃত নথি ওই মন্দিরে রয়েছে। হেইনসা মন্দিরটি ত্রিপিটক রাখার জন্য ১৫ শতাব্দীতে নির্মাণ করা হয়েছিল।

৪. মালাতেস্তা:

ইতালির সেসেনায় অবস্থিত মালাতেস্তা গ্রন্থাগারটির জন্ম মুদ্রণব্যবস্থা প্রচলনের থেকেও পুরোনো। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম অক্ষত পাবলিক লাইব্রেরিগুলোর একটি, যা ১৫ শতকে নির্মিত হয়। ইতালীয় রেনেসাঁর প্রথম যুগের স্থাপত্য নিদর্শন এ গ্রন্থাগার। এর অভ্যন্তরে একটি আকর্ষণীয় জ্যামিতিক স্থাপনা রয়েছে। দীর্ঘ শ্রমসাধ্য ও কষ্টদায়ক উপায়ে হাতে লেখা ৩৪১টি প্রকাশনা এ গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে। এ-ছাড়াও চার লক্ষ নথি রয়েছে এই গ্রন্থাগারে। এর মধ্যে রয়েছে ১৫ শতকের আগে লেখা ২৮৭টি ইনকুনাবুলা বা পুস্তিকা। এটি একসময় পোপ পিউস সপ্তমের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল।

৫. স্ট্রাহোভ:

প্রাগের স্ট্রাহোভ মঠের গ্রন্থাগারের থিওলজিক্যাল হলটি খ্রিস্টীয় ১৬৭৯ সালে নির্মিত হয়। এটি বারোক শৈলীর এক দুর্দান্ত উদাহরণ। এখানে অনেক বিস্ময়কর স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–খোদাই করা কাঠের কার্টুচগুলো বইয়ের বিভাগ নির্দেশ করে। রয়েছে ১৮ শতকে সিয়ার্ড নোসেকের আঁকা চমৎকার সব সিলিং-পেইন্টিং।

৬. মাফরা ন্যাশনাল প্যালেস লাইব্রেরি:

পর্তুগালের মাফরা প্রাসাদে এই আশ্চর্যজনক রোকোকো শৈলীর গ্রন্থাগারটি রয়েছে। এটি একটি বারোক মাস্টারপিস; ১৮ শতকে রাজা জু পঞ্চমের আদেশে নির্মিত হয়। এখানে ১৪ থেকে ১৯ শতকের ৩৫ হাজারেরও বেশি চামড়ায় আবদ্ধ ভলিউম রয়েছে। বিস্ময়কর স্থাপত্য ও দুর্দান্ত সাহিত্যের বাইরে আরেকটি বিষয় মাফরা প্রাসাদের গ্রন্থাগারকে ভিন্ন আঙ্গিকে

পরিচিতি দিয়েছে। বই ক্ষতিগ্রস্ত করা পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রন্থাগারে বাদুড়দের একটি ঘাঁটি রয়েছে!

৭. জোয়ানিনা:
পর্তুগালের কোয়েমব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে আঠারো শতকের দর্শনীয় বারোক শৈলীর নিদর্শন জোয়ানিনা গ্রন্থাগার। মাফরা প্রাসাদের মতোই এ গ্রন্থাগার সুরক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে বাদুড়ের দল। অলংকৃত খিলান গ্রন্থাগারের তিনটি বিশাল হলকে পৃথক করেছে। প্রতিটিতে রয়েছে আঁকা সিলিং; আর বুকশেলফগুলো বিশেষ কাঠে নির্মিত। এ-ছাড়াও প্রায় আড়াই লাখ বই রয়েছে এ গ্রন্থাগারে, যার বেশিরভাগই চিকিৎসা, ভূগোল, ইতিহাস, মানবতাবাদী অধ্যয়ন, বিজ্ঞান, আইন, দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক।

বইয়ের পোকা নিয়ন্ত্রক বাদুড়গুলো অন্তত ২০০ মেয়াদি সংরক্ষণ পরিকল্পনার অংশ। গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়করা প্রতি রাতে আসবাবপত্র ঢেকে রাখেন যাতে তা বাদুড়ের বিষ্ঠা থেকে পরিষ্কার থাকে।

৮. ট্রিনিটি কলেজ:
আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে অবস্থিত ট্রিনিটি কলেজের গ্রন্থাগারটি ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হওয়ার কালে এক স্তরের প্লাস্টার-সিলিং ছিল। তবে গ্রন্থাগারের বিশাল সংগ্রহ বৃদ্ধির পর এর সম্প্রসারণেরও প্রয়োজন হয়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ছাদটি উঁচু করা হয়, যাতে বর্তমান ব্যারেল-ভল্টেড সিলিং এবং উঁচু তাক রাখার পথ তৈরি করা যায়। গ্রন্থাগারের উঁচু তাকগুলোতে হাজার হাজার দুর্লভ এবং অতি-প্রাচীন বই ও নিদর্শন রাখা আছে। ট্রিনিটি কলেজ লাইব্রেরির দোতলার 'লং রুম'টি লম্বায় ৬৪ মিটার ও চওড়ায় ১২ মিটার। গ্রন্থাগারটি পুরোটাই তৈরি ওক কাঠ দিয়ে। যদিও শুরুতে এর ছাদ ছিল ইট, চুন আর সুরকি দিয়ে। পরে সেই ছাদ ভেঙে আগাগোড়া ওক কাঠ দেওয়া হয়। নীরবতা বজায় রাখার নিয়মটি এখানে মানা হয় কঠোরভাবে।

এখানে রয়েছে 'বুক অব কেলস'। লাতিন ভাষায় রচিত নিউ টেস্টামেন্টের চারটি গসপেল নিয়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম বইগুলোর অন্যতম 'বুক অব কেলস'। প্রায় ১২২০ বছরের পুরোনো বইটি বিখ্যাত তার মনোমুগ্ধকর ইলাস্ট্রেশন ও ক্যালিগ্রাফির জন্য। আরও রয়েছে ব্রায়ান বোরু বীণা, মধ্যযুগীয় গ্যালিক বীণা, যা থেকে আয়ারল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক গঠিত হয়েছিল। তা ছাড়া আইরিশ রিপাবলিকের ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের চুক্তিপত্র এখানে রাখা হয়েছে।

৯. অ্যাবে লাইব্রেরি অব সেন্ট গল:
সুইজারল্যান্ডের সেন্ট গ্যালেনে এই বারোক রোকোকো নির্দশনটি রয়েছে। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় রয়েছে এই স্থাপত্যের বিস্ময়। এটি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাসী-গ্রন্থাগার হিসেবে বিবেচিত হয়। ফুল, বাঁকানো ছাঁচের সিলিং, কাঠের বারান্দা–এ

গ্রন্থাগারকে অন্যদের থেকে আলাদা করে–যা প্রাচীনতার আভাস দেয়। এ-ছাড়াও অষ্টম শতাব্দীর পুরোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাবে সেন্ট গলের অ্যাবে গ্রন্থাগারে। এখানে পড়ার ঘরটি এমন এক জায়গা, যেখানে আপনি ১৯ শতকের আগে প্রকাশিত এক লাখ ৬০ হাজার মুদ্রিত গ্রন্থের যেকোনো একটি পড়তে পারেন।

১০. অল সোলস কলেজ গ্রন্থাগার:
হেনরি ষষ্ঠ এবং ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ ১৪৩৮ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ডে 'কলেজ অব অল সোলস অব দ্য ফেইথফুল ডিপার্টেড' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গ্রন্থাগার নির্মাণে ক্রিস্টোফার কোড্রিংটনের ১০ হাজার পাউন্ডের অনুদান এবং তাঁর ব্যক্তিগত ১২ হাজার বইয়ের সংগ্রহ ১৭১০ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত পৌঁছায় নি। নিকোলাস হকসমুর নতুন গ্রন্থাগার-ভবনের নকশা করেছিলেন; ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে যার নির্মাণ শেষ হয়। এ গ্রন্থাগারে এখন প্রায় এক লাখ ৮৫ হাজার বই রয়েছে–যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগে প্রকাশিত।

১১. লাইব্রেরি অব কংগ্রেস:
বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার হলো 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস'। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত এই গ্রন্থাগার চালু হয় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। তবে এখানে বইয়ের পাশাপাশি থরে থরে সাজানো রয়েছে সিডি-ডিভিডি, মানচিত্র, পাণ্ডুলিপি, পত্রিকা, ছবি, রেকর্ডিং আর আধুনিক যুগের সংবাদ ও তথ্য-মাধ্যমের সবকিছুর সম্ভার। এখানে রয়েছে তিন কোটি নব্বই লাখ বইসহ মোট ষোলো কোটি সত্তর লাখের বেশি সংগ্রহ। প্রায় ৪৭০টি ভাষার বই পাওয়া যাবে এখানে।

সবচেয়ে ছোটো যে-বই সেটিকে দু-আঙুলের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে; সে-বইয়ের পাতা উল্টাতে হয় সুচ দিয়ে। আর সবচেয়ে বড় বইয়ের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট, প্রস্থ ৫ ফুট। এই গ্রন্থাগার সামলাতে প্রয়োজন হয় তিন হাজারের বেশি কর্মীর। এই বিশাল সংগ্রহ রাখার জন্য রয়েছে মোট ৮৩৮ কিলোমিটার বুকশেলফ।

১২. ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব চায়না:
এশিয়ার সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত গ্রন্থাগার হলো 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব চায়না'। চীনা সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সব ধরনের বই পাওয়া যায় এখানে। গ্রন্থাগারটি চীনের বেইজিংয়ে স্থাপিত হয় ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ সালে। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে চার কোটি ১০ লাখের বেশি বই ও অন্যান্য সাময়িকীর সংগ্রহ। প্রায় আট হাজার পাঠক প্রতিদিন এই গ্রন্থাগারে আসেন। এর ভেতরে রয়েছে চার স্তরবিশিষ্ট স্টাডি হল। রয়েছে বিশাল আরামদায়ক সোফা, যেখানে বই পড়তে পড়তে চাইলে ঘুমিয়েও নেওয়া যায়। শিশুদের জন্য রয়েছে খেলাধুলার ব্যবস্থা।

আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর অনন্য নিদর্শন এ গ্রন্থাগারে সূর্যের আলোর সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। দিনে রোদ থাকলে লাইট জ্বালানোর প্রয়োজন হয় না কোনো কক্ষে। নতুন ভবনে একসঙ্গে তিন হাজার পাঠক বসে বই পড়তে পারেন। পুরো ভবনে রয়েছে ওয়াইফাই সিস্টেম। যেকোনো জায়গা থেকে ইন্টারনেটে প্রবেশ করা যায়। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর জন্য রয়েছে ৫৬০টি কম্পিউটার।

১৩. ব্রিটিশ লাইব্রেরি:
এটি যুক্তরাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগার। খ্রিস্টীয় ১৭৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারটি খুবই বিখ্যাত তার সংগ্রহের তালিকার জন্য। এই গ্রন্থাগারে রয়েছে দুই কোটিরও বেশি বই; এবং অন্যান্য প্রকাশনার এক বিশাল সংগ্রহ। প্রতিবছর এই সংগ্রহশালায় যুক্ত হয় প্রায় ৩০ লাখ বই। গ্রন্থাগারটি যুক্তরাজ্যের জাদুঘরের একটি অংশ হিসেবেও বিবেচিত হয়। প্রায় ১৩২০ বছরের পুরোনো গ্রন্থ 'সেন্ট কাথবের্ট গসপেল' সংরক্ষিত রয়েছে এখানে। স্কটল্যান্ডের নর্দামব্রিয়ান চার্চের ধর্মগুরু সেন্ট কাথবের্টের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিতে কফিনের সঙ্গে গসপেল বুক দেওয়া হয়। নানান হাত ঘুরে বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতেই রয়েছে বইটি।

এই গ্রন্থাগারে রয়েছে ৬২৫ কিলোমিটার বই রাখার শেলফ। বছরে এই শেলফের দৈর্ঘ্য বাড়ে প্রায় ১২ কিলোমিটার। লাইব্রেরি জুড়ে নীরবতা বিরাজ করে, যেন কারও গবেষণার কাজে কোনো বিঘ্ন না হয়। লন্ডনের এই গ্রন্থাগারে রয়েছে ১১টি বিশাল রিডিং-রুম। এখানে প্রবেশ করতে হলে একটি অনুমতিপত্র নিতে হয়। একে বলে 'রিডার পাস'। এটি থাকলে বই নিয়ে রিডিং-রুমে প্রবেশ করা যায়; না থাকলে শুধু ঘুরে দেখা যায়। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে অথবা সরাসরি হাজির হয়ে যে-কেউ এই রিডার-পাস নিতে পারেন। এ-ছাড়াও এখানে রয়েছে ক্যাফেটেরিয়া ও ফ্রি ওয়াই-ফাইয়ের সুবিধা।

১৪. ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব কানাডা:
'ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব কানাডা' বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারটি কানাডার কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিভাগ। কানাডার ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত লেখা, ছবি ও দলিলপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়ি‡ত্ব নিয়োজিত এই গ্রন্থাগার। যার সংগ্রহে রয়েছে দুই কোটি ৬০ লক্ষ ছয় হাজার ৫৪টি গ্রন্থ।

১৫. হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার:
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি এক পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরি-সিস্টেম। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পুরোনো একাডেমিক গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগার, যা অন্তত ৯০টি শাখায় সমন্বিত। বইয়ের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। বই সংগ্রহের দিক থেকে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম গ্রন্থাগার এটি। এটি প্রথম স্থাপিত হয় ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে।

১৬. রাশিয়ান স্টেট লাইব্রেরি:
রাশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহত্তম গ্রন্থাগার এটি। খ্রিস্টীয় ১৮৬২ সালে কার্যক্রম শুরু হয় জাতীয় এই গ্রন্থাগারের। তখন এর নাম ছিল 'দ্য লাইব্রেরি অব দ্য মস্কো পাবলিক মিউজিয়াম'। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এর নাম পরিবর্তন করে 'ভি আই লেনিন স্টেট লাইব্রেরি অব দ্য ইউএসএসআর' রাখা হয়। ১৯৯২-তে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়, তখন আবার এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'রাশিয়ান স্টেট লাইব্রেরি'।

এখানে চার কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি গ্রন্থ ও প্রকাশনা রয়েছে; যার মধ্যে আছে এক কোটি ৭০ লাখেরও বেশি জার্নাল ও দেড় লাখ মানচিত্র। তা ছাড়া বিভিন্ন গবেষণা, মিউজিক রেকর্ড, ম্যাপ এবং পাণ্ডুলিপির বিশাল সংগ্রহ রয়েছে এখানে। বই রাখার জন্য রয়েছে ২৭৫ কিলোমিটার বুকশেলফ। এখানে বই পড়ার জন্য রয়েছে ৩৭টি বিশাল রিডিং-রুম। রাশিয়ার সকল প্রকাশনার অন্তত একটি করে কপি এই গ্রন্থাগারে রয়েছে।

১৭. ডয়েচে বিবলিওথেক:
এটি জার্মানির জাতীয় গ্রন্থাগার। স্থাপিত হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। এ গ্রন্থাগারের কাজ মূলত জার্মান ভাষার প্রকাশনা সংগ্রহ করা। তবে জার্মানিতে প্রকাশিত অন্য ভাষার প্রকাশনাও এখানে সংগ্রহ করা হয়। এ গ্রন্থগারের সংগ্রহে আছে দুই কোটি ৪৪ লাখ ৮৭ হাজারেরও বেশি বই ও অন্যান্য প্রকাশনা।

১৮. ন্যাশনাল ডায়েট লাইব্রেরি:
এ গ্রন্থাগারটি জাপানের রাজধানী টোকিওতে অবস্থিত। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে এটি জননীতি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য স্থাপিত হয়। এতে আছে এক কোটি ৪৩ লাখেরও বেশি বই। জাপান জুড়ে এর ২৭টি শাখা আছে। বিজ্ঞান, ধর্ম, রাজনীতি, আইন, মানচিত্র, সংগীতসহ সব ধরনের বই এ গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে।

১৯. ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার:
যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় ১৭০১ সালে। পুরোনো একাডেমিক গ্রন্থাগারের মধ্যে এটি অন্যতম। ২২টি আলাদা লাইব্রেরির সমন্বয়ে গঠিত এই গ্রন্থাগারে এক কোটি ৩০ লাখ বই ও প্রকাশনা রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জ্ঞানী-গুণীদের আগমনস্থল এই ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

২০. ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব ফ্রান্স:
ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব ফ্রান্স' গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিস্টীয় ১৪৬১ সালে। তখন এর নাম ছিল রয়েল লাইব্রেরি এবং এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ল্যুভর প্রাসাদে। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ইম্পেরিয়াল ন্যাশনাল

লাইব্রেরি', এবং নতুন ভবন নির্মাণ করা হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। এটি এক অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন। এ গ্রন্থাগারে রয়েছে প্রায় এক কোটি ৪০ লাখেরও বেশি বই ও অন্যান্য প্রকাশনা।